Farida Akhter
Adviser
Ministry of Fisheries and Livestock
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat, Dhaka.

ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিও পত্র নম্বর: ৩৩.০০.০০০০.০০০.১০১.১৬.০০০১.২৫-৪৭২

তারিখ: ০৭/১২/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশনা।

সুপ্রিয় আসিফ,

আস্‌সালামু আলাইকুম

আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীন এলাকায় কুকুর নিধন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা বিদ্যমান সরকারি নির্দেশনা, প্রাণীকল্যাণ আইন পরিপন্থী কাজ। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, কুকুর নিধন বা স্থানান্তর কোনোভাবেই জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি নয়; বরং এটি কুকুরের পুনঃপ্রবেশ, সংখ্যাগত অস্থিতিশীলতা এবং রোগ বিস্তারের ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে এ ধরনের পদক্ষেপ অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

০২। এই প্রেক্ষিতে, জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও কুকুরের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক ও মানবিক পদ্ধতির কঠোর অনুসরণ অত্যাবশ্যক। Mass Dog Vaccination (MDV) এবং Catch-Neuter-Vaccinate Release (CNVR) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত পদ্ধতি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সরকারি ভেটেরিনারি সেবা এবং অনুমোদিত প্রাণীকল্যাণ সংগঠনসমূহের কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ভেটেরিনারি কর্মী, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন কর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

০৩। প্রাণিকল্যাণ নিশ্চিত করা শুধু আইনগত বা নৈতিক দায় নয়, বরং উন্নত জনস্বাস্থ্য, প্রাণিস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। মানবিক আচরণের মাধ্যমে কুকুরের আক্রমণ এবং রোগের সংক্রমণ বিস্তার কমে আসে, যা কমিউনিটিতে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা তৈরি করে। স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগে মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা একটি সহনীয়, নিরাপদ ও বৈজ্ঞানিক নগর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে, প্রাণিস্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং সামগ্রিকভাবে মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

০৪। এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা আপনার মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হলে কুকুরের প্রতি প্রাণিকল্যাণ আইন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ সহজতর হবে বলে আমি মনে করি (জারিতব্য নির্দেশনার একটি নমুনা এ সাথে সংযুক্ত করা হলো)।

০৫। এমতাবস্থায়, কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশনা জারি করায় আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে,

(ফরিদা আখতার)

জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
মাননীয় উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংযোজনী-১

বিষয়: কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং মানবিক কুকুর ব্যবস্থাপনা অনুসরণের নির্দেশনা।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে কুকুর নিধনের অভিযোগ পাওয়া গেছে, যা বিদ্যমান সরকারি নির্দেশনা, প্রাণীকল্যাণ সংক্রান্ত বিধান এবং আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য নির্দেশিকার পরিপন্থী। স্থানীয় সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুকুর নিধন কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও অকার্যকর বলে প্রমাণিত। এমতাবস্থায়, সকল স্থানীয় সরকার সংস্থাকে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অবিলম্বে এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো:

১. কুকুর নিধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা
কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ অথবা তাদের অধীনস্থ কোনো কর্মী/সংস্থা কুকুর হত্যা, বিষপ্রয়োগ, স্থানান্তর কিংবা আহত করার মতো কোনো কার্যক্রমে জড়িত হতে পারবে না। উল্লিখিত নির্দেশনা লঙ্ঘন হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. মানবিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ
জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও কুকুর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার একমাত্র অনুমোদিত পদ্ধতি হলো:

- ম্যাস ডগ ভ্যাকসিনেশন (MDV)
- ক্যাচ–নিউটার–ভ্যাকসিন–রিলিজ (CNVR)

এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সরকারি ভেটেরিনারি সেবা এবং অনুমোদিত প্রাণীকল্যাণ সংগঠনের কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

৩. যেকোনো লঙ্ঘন অবিলম্বে প্রতিবেদন করার নির্দেশ
কুকুর নিধনের চেষ্টা, নির্দেশ বা কার্যক্রম লক্ষ্য করা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগে লিখিতভাবে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৪. সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ
সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের সকল কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্যানিটেশন কর্মী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এই সার্কুলার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এ ছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. নিয়মিত তদারকি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং এবং বিশেষ পরিদর্শন পরিচালিত হবে। অসঙ্গতি বা লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে বিদ্যমান সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাপক:

১। মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)
২। জেলা প্রশাসক (সকল)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
৪। মেয়র, পৌরসভা (সকল)
৫। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)